

বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের শিকার ৪২% শিক্ষার্থী

নিম্নর প্রতিবেদক

৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম



নতুন ধারার দৈনিক **আমাদেশময়**



দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৈষম্যের চির এখনও ভয়াবহ। সম্পত্তি আঁচল ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে- প্রতি ১০০ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ জনই বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এ কারণে তাদের অধিকাংশই মারাত্মক মানসিক চাপে ভুগছেন, অথচ কার্যকর কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই।

গতকাল শনিবার অনলাইনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও বৈষম্য’ শীর্ষক জরিপের ফল প্রকাশ করে আঁচল ফাউন্ডেশন। গত মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাসে সারা দেশের ১ হাজার ১৭৩ জন শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপে দেখা গেছে, বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা সামান্য বেশি ৫১ শতাংশ, পুরুষ শিক্ষার্থী ৪৯ শতাংশ। বর্ষভিত্তিক বিশ্লেষণে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত (৪০ শতাংশ)।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ পড়াশোনা করছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯ শতাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৫ শতাংশ মেডিক্যাল কলেজে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ অনুযায়ী, সহপাঠীরাই সবচেয়ে বেশি বৈষম্য করেন- ৫৮ শতাংশ। এ ছাড়া পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে শিক্ষকের আচরণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ৬০ শতাংশ, আর খারাপ ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছে ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে। লিঙ্গের কারণে ৩০ শতাংশ, রাজনৈতিক মতভেদের কারণে ৩০ শতাংশ, ধর্মীয় কারণে ১৯ শতাংশ,

অর্থনৈতিক কারণে ২৩ শতাংশ, আর শারীরিক অবয়বের কারণে ২৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করেছেন ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী।

বৈষম্যের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো শ্রেণিকক্ষ (৬০ শতাংশ)। এ ছাড়া হলে ১৯ শতাংশ, ক্যাম্পাসের অনুষ্ঠানে ৩৭ শতাংশ, বন্ধুবান্ধবের আড়তায় ৩৮ শতাংশ এবং সামাজিক মাধ্যমে ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

জরিপে উঠে এসেছে, বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের ৯০ শতাংশই মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বিষণ্ণতা, ৪৯ শতাংশ উদ্বেগ, ৩০ শতাংশ ঘুমের সমস্যা, ২২ শতাংশ প্যানিক অ্যাটাকে ভুগছেন। ৪৭ শতাংশ শিক্ষার্থী চাপ বা স্ট্রেসে, ৪৩ শতাংশ একাকিত্বে এবং ৪১ শতাংশ ইনসুলিন তায় ভুগছেন।

এসব কারণে নিয়মিত ক্লাস করতে পারছেন না ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী, আর ৫১ শতাংশ মনোযোগ দিতে পারছেন না পড়াশোনায়।

প্রতিকার ও প্রস্তাবনা : জরিপে দেখা গেছে, বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের মাত্র ২৫ শতাংশ অভিযোগ করেছেন প্রশাসনের কাছে। তবে সঠিক পদক্ষেপ পেয়েছেন মাত্র ১১ শতাংশ। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী কোনো আশ্রয় না পেয়ে সমস্যার মধ্যে রয়ে গেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও চিত্র আশক্তাজনক। মাত্র ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী কাউন্সেলিং নিয়েছেন। বাকিদের অনীহা রয়েছে সামাজিক ট্যাবু, আর্থিক সংকট বা কোথায় সেবা পাওয়া যাবে না জানার কারণে।

আঁচল ফাউন্ডেশন প্রস্তাব করেছে- প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করা, বিভাগে অভিযোগ বর্ত রাখা, বৈষম্য প্রতিরোধে মনিটরিং টিম গঠন ও কঠোর আইন প্রয়োগ করার। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য স্ট্রিনিং এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সায়েন্স ইসলাম মনে করেন, সমস্যাকে অবহেলা করলে তা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা তানসেন রোজ বলেন, বৈষম্য রোধে প্রশাসনিক পদক্ষেপের পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে।